ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ফের ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের ইঙ্গিত দিলেন অভিষেক

পৃঃ ৫

প্যারিস অলিম্পিকে খেলতে চান মেসি-ডি মারিয়া

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৩১ ● কলকাতা ● ১৭ মাঘ, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ০১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

অগ্নিপথ' নিয়ে

কেন্দ্রকে তোপ কানহাইয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা কানহাইয়া কুমারের। অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আচমকা এই প্রকল্প চালু করে জাতীয় নিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছেন। দেশের নিরাপত্তা নিয়ে আপস করেছে কেন্দ্র। অগ্নিবীর নিয়োগের নামে দেশের দেড় লক্ষ যুবক-যুবতীর ভবিষ্যত নিয়ে ছেলেখেলা করেছেন মোদি।উত্তরপ্রদেশ, বিহার-সব হিন্দি বলয়ের একাধিকা রাজ্য থেকে বহু ছেলেমেয়ে বংশানুক্রমিকভাবে সেনায় যোগদান করেন। তাঁদের কাছে সেনায় চাকরির বিষয়টি শুধুমাত্র পেটের খাবার জোগারের উপায় নয়। বরং সেইসমস্ত পরিবারের কাছে অহংয়ের বিষয়। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের ফলে সেই অহংয়ে আঘাত লেগেছে। এদিন সেই কথাই আরও একবার তুলে ধরলেন কানহাইয়া কুমার।

মালদহের ন্যায় যাত্রার সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এভাবেই প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা

এরপর ৩ পাতায়

আত্মবিশ্লেষণ করুন,

বিরোধীদের বার্তা মোদীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাজেট অধিবেশনের সূচনার আগে আজ সংসদভবনের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা পেশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সময়ই সব সাংসদদের প্রতি মোদী আবেদন করেন, সংসদ অধিবেশনে যাতে সব সাংসদরা আত্মবিশ্লেষণ করেন এবং আসল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। বিরোধীদের খোঁচা দিয়ে মোদী বলেন, 'সংসদ অধিবেশনকে পণ্ড করার অভ্যাস গড়ে তুলেছেন অনেকে।এর আগে গত শীতকালীন অধিবেশনে প্রায় ১৫০ জন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল উভয় কক্ষে। তবে বাজেট অধিবেশনের আগে তাঁদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন লোকসভায় দর্শক গ্যালারি থেকে ঝাঁপ দিয়ে স্পোক বম্ব ফাটিয়েছিলেন একজন। লোকসভায় কীভাবে এই ধরনের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতির দাবিতে সরব হয়েছিলেন বিরোধী সাংসদরা। তাতেই উত্তাল হয় সংসদের উভয় কক্ষ। পরপর বিরোধী সাংসদরা সাসপেন্ড হন এই ঘটনায়। সাসপেন্ড হওয়া সাংসদদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেসের শশী থারুর, কার্তি চিদাম্বরম, মণীশ তিওয়ারি, এনসিপির সুপ্রিয়া সুলে, সমাজবাদী পার্টির ডিম্পল যাদব, ন্যাশনাল কনফারেন্সের ফারুক আবদুল্লার মতো তাবড়

এরপর ৩ পাতায়

বাংলায় নয়, রাহুলের গাড়ির কাচ ভেঙেছে বিহারে,

নীতীশের দিকে আঙুল তুলে 'নিন্দা' মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ন্যায় যাত্রায় রাহুল গান্ধীর গাড়ির কাচ ভাঙার নিন্দায় সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'এধরনের ঘটনার নিন্দা করি। কারও উপর আক্রমণ হলেই নিন্দা করি।' রাজনৈতিক দূরত্ব থাকলেও গণতান্ত্রিক দেশে সৌজন্যের রাজনীতি ভোলেননি তৃণমূল সুপ্রিমো, তা এদিন আরও একবার স্পষ্ট করলেন মমতা।বহরমপুরের সভার শেষদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "হেলিকপ্টারে আসতে আসতে আমি একটা মেসেজ পেলাম। কংগ্রেসের এক নেতা নাকি..." একটু থেমে তিনি আবার বলেন, "রাহুলের নামটা বলেই দিই। ও আমার চেয়ে বয়সে ছোট। ওর গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আমি এ সব পছন্দ করি না। তবে পরে শুনলাম, ওটা কাটিহারের (বিহার) ঘটনা।" তিনি স্পষ্ট করে দেন, কাচ ভাঙা অবস্থায় গাড়িটি রাজ্যে প্রবেশ করে। সুতরাং এখানে কিছু ঘটেনি। এর পরই নীতীশ কুমারের জেডিইউ-বিজেপির জোটকে নিশানা করেন মমতা। তাঁর কথায়, "বিহারে সবে নীতীশ কুমারের দল বিজেপির দিকে ঝুঁকেছে। সবাই এক হয়েছে। ওদের রাগ আছে। তাই এসব হতে পারে।" উল্লেখ্য, অধীর অভিযোগ করলেও কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব কিন্তু এ নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেনি। বরং জোটধর্মই পালন করেছে তারা।একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিলেন, রাহুলের গাড়ির কাঁচ বাংলায় ভাঙেনি। বরং বিহারের কাটিহারে কাঁচ ভেঙে যায়। পুরো বিষয়টি নিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশের দিকে আঙুল তুলেছেন তিনি।

বুধবার বিহার থেকে বাংলায় ঢুকেছে রাহুলের ন্যায় যাত্রা। মালদহে ঢুকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী অভিযোগ করেন, ঢিল মেরে না কি রাহুল গান্ধীর গাড়ির কাচ ভাঙা হয়েছে। কে বা কারা এই

এরপর ৩ পাতায়

পিকনিক স্পট নয়,

অহিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করল হাইকোর্ট!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হিন্দু মন্দির কেবল হিন্দুদের। হিন্দু মন্দিরে অহিন্দুদের ব্যবহার কি? সম্প্রতি এমনটাই মন্তব্য করল মাদ্রাজ হাইকোর্ট । বেশ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, মন্দির সংবিধানের অনুচ্ছেদ নম্বর ১৫-র অধীনে আসে না। তাই কোনো মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশে বাধা দেওয়াকে অন্যায় বলা যাবে না।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগেও মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বোর্ড বসানোর কথা বলেছিল আদালত। এরপর সেন্থিলকুমারের আবেদনের পর ফের একবার নড়েচড়ে বসে মাদ্রাজ হাইকোর্ট। শুনানিতে আদালত আরও বলেছে, সংবিধান প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ধর্ম পালন ও পালন করার অধিকার দেয়। তবে তাদের সাথে যুক্ত ধর্মীয় রীতিনীতি ও অনুশীলনে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। আদালত আরও বলে যে, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান এবং

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

শিক্ষা শান্তি সাফল্য

আল-আলামিয়াহ্ মিশন

স্থাপিত ঃ ২০২০

পরিচালনায় - মালিওর মিলন পল্লী কল্যাণ সমিতি

Regd. No. - S/1L/75246

প্রসপেক্টাস-২০২৪

এলকেজি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত

ঠিকানা ঃ গ্রাম ও পোঃ - মালিওর, থানা - হরিশচন্দ্রপুর, জেলা - মালদহ, পিন - ৭৩২১২৫

যোগাযোগ ঃ 9733344923 (Clerk) ● 7368865372 (H.M.)

8372877005 (Director) ● 9733482306 (Secretary)

alalamiahmision2010@gmail.com

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

● ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।

● আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।

যোগাযোগ-

9083249944 / 9083249933 / 9083249922

অভিশপ্ত টানেলে কাজে ফেরা মানিকদের ঘরে ফেরার ডাক মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পেটের দায় বড় বালাই। তাই উত্তরকাশীতে ১৭ দিনের রুদ্ধশ্বাস টানাপোড়েনের পরেও ফের টানেলের কাজে যোগ দিয়েছেন কোচবিহারের মানিক তালুকদার। কাজের দায়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন উত্তরকাশী বিপর্যয়ের সাক্ষী হুগলির আরও দুই যুবকও। শুধু তিনজনই নন, স্রেফ পেটের দায়ে বাংলা থেকে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া শ্রমিকের সংখ্যা নেহাত কম নয়।পরিযায়ী শ্রমিকদের উদ্দেশে মমতার বার্তা, "আপনারা ফিরে আসুন। এখানে কাজের অভাব নেই। ব্যবসা করতে চাইলে ৫ লক্ষ টাকা পাবেন। দোকান খুলুন, রেশম চাষ করতে পারেন। ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে। ভয় পাওয়ার কারণ নেই।" এর আগেও পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য একাধিক পদক্ষেপ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, "আমি ২৮ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত করেছি। যদি মুর্শিদাবাদ কিংবা মালদহের কোনও পরিবার ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া পরিজনদের খোঁজ না পান, তাহলে অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে পাবেন। যদি ফিরিয়ে আনতে চান, ফিরিয়ে আনব। তবে অবশ্যই ভোটার লিস্টে নাম তুলুন। নইলে এনআরসি করে দেবে বিজেপি। থাকতে দেবে না।"বুধবার মালদহের সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের আরও একবার বাংলায় ফিরে আসার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য সরকার 'ইকোনমিক করিডর' তৈরি করেছে বলেই দাবি মমতার। তিনি বলেন, "ইকোনমিক করিডর করেছি কারণ তবেই চাকরির একটা সুবিধা হবে। ডানকুনি-কল্যাণী ইকোনমিক করিডর হচ্ছে। ডানকুনি, বর্ধমান, বাঁকুড়া হয়ে পুরুলিয়া যাচ্ছে। পানাগড়েও হচ্ছে। ডানকুনি-হলদিয়া হচ্ছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের জন্য আরও দুটি ফ্রেট করিডর হচ্ছে। গতকাল কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পানাগড়, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার পর্যন্ত ফ্রেট করিডর হবে। অনেকের কর্মসংস্থান হবে।"

'ওরা আগে সিপিআইএম-এর হাত ছাড়ুক',

জোট অঙ্কের বার্তা মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মালদহের সভা থেকে সিপিএমকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি, একই সুরে তিনি আক্রমণ করলেন কংগ্রেসকেও। যখন এক দিকে রাজ্যে কংগ্রেস ও তৃণমূলের জোট ও আসন সমঝোতা নিয়ে হাজার বিতর্ক চলছে, তখনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'ওরা আগে সিপিএমের হাত ছাড়ুক।'রাহুল গান্ধির ভারত জড়ো যাত্রার মাঝেই এই সভা থেকে কংগ্রেসকে আক্রমণের নিশানা করেন মমতা। ওদিকে তখন ভারত জোড়ো যাত্রায় কংগ্রেসের পাশে দাঁড়াতে ততপরতা শুরু করেছে সিপিআইএম। তৃণমূলের মধ্যে আসন সমঝোতার জায়গা বাড়ছে বলেই আগামিকাল ভার জোড়ো যাত্রায় থাকবেন মহম্মদ সেলিম, সুজন চক্রবর্তী, এ ছাড়া মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়রাও। ফলে রাজনীতীর সমীকরণ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে,তা এখনও স্পষ্ট হচ্ছে না।এ দিন সভা থেকে তিনি অতীত মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমাকে সিপিআইএম প্রচুর মেরেছে। আমি সিপিএমকে কোনওদিন ক্ষমা করব না। তাই ওদের সঙ্গে যাঁরা ঘর করবে, তাঁদের আমি ক্ষমা করব না। আমি কংগ্রেসকে বললাম, দু'টো সিট দিচ্ছি, তোমাদের জিতিয়ে আসন। বলল না, আমাদের অনেক চাই। ওরা আগে সিপিএমের হাত ছাড়ুক। সিপিএমন কত অত্যাচার করেছে আমি কিছু ভুলে যাইনি। যাঁরা আপনাদের সন্মান দেবেন, তারাই তো আপনার প্রকৃত বন্ধু।'

মমতা এ'দিনের সভা থেকে স্পষ্টই ঘোষণা করে দেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস একাই লড়বে।' পঞ্জাবে ইতিমধ্যে আপ একা লড়াই করার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে, উত্তর প্রদেশে ১০টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে সমাজবাদী পার্টি। বিহারেও সরকার বদল হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে স্ট্যাটেজি ঠিক কী হয়, সেটিই দেখার।

ইডিকে পালটা চাপ,

অভিযোগ দায়ের হেমন্তের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তফসিলি আইনে ইডির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন হেমন্ত সোরেন । বুধবার দুপুরে জমি দুর্নীতিতে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে জেরা শুরু করেছিল ইডি । তার পরেই রাঁচি থানায় অভিযোগ

এরপর ৩ পাতায়

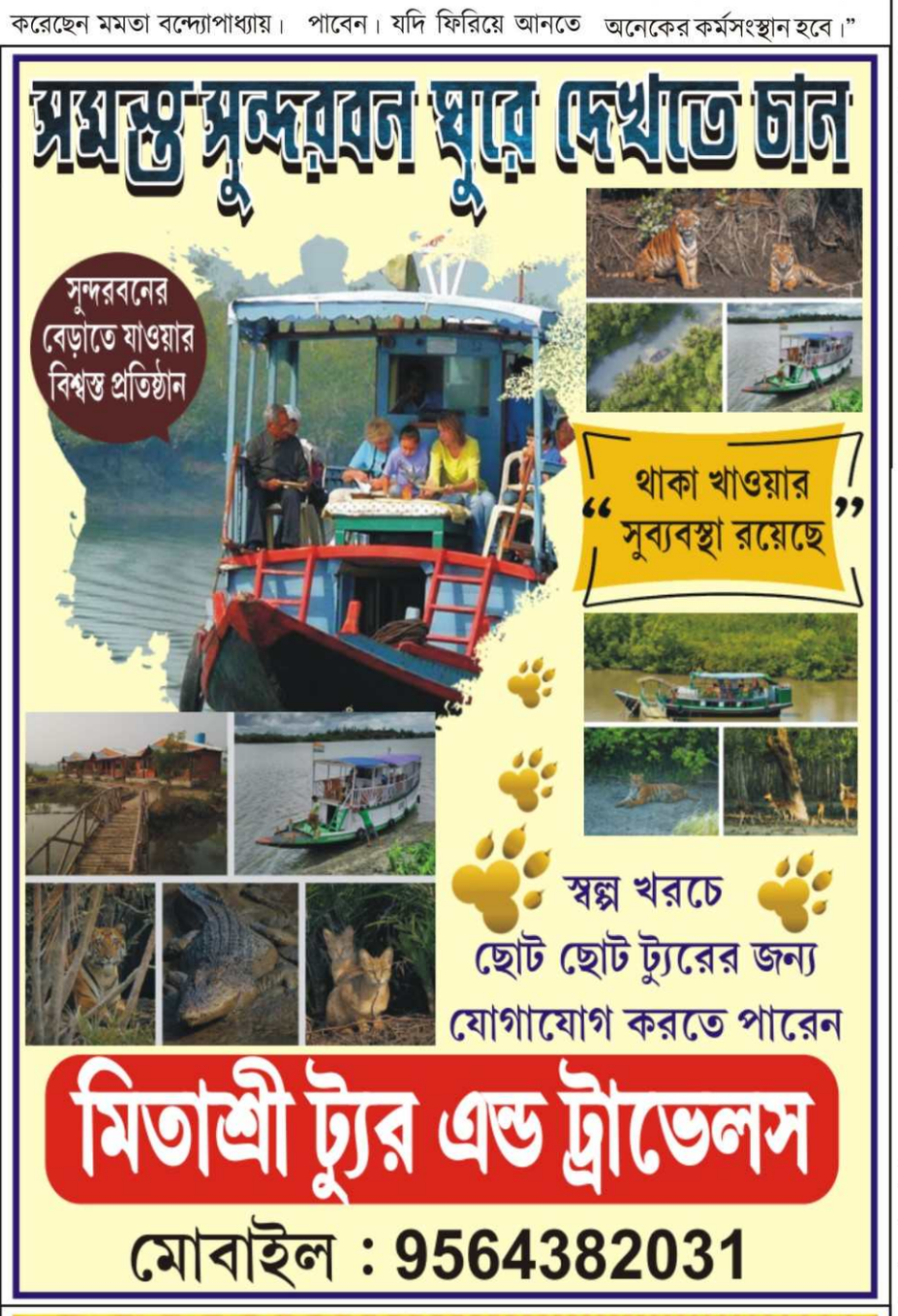

মরিচঝাঁপি স্মৃতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে

আমন্ত্রিত হয়েও বিজেপির দৌরাত্ম্যে মঞ্চ ছাড়লেন চন্দ্রচূড় গোস্বামী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বারাসাতে নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউশনে মরিচঝাঁপি গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী গণসম্মেলনের আয়োজন করেছিল মরিচঝাঁপি স্মৃতিরক্ষা কমিটি । সেই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বারংবার ফোন ও মেল করে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল অখিলভারত হিন্দুমহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীকে । কিন্তু মঞ্চে ওনার নাম যখন ঘোষণা করা হয় তখন বক্তব্য রাখছিলেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য্য । কিন্তু চন্দ্রচূড় বাবুর নাম ঘোষণার পরেই তিনি মঞ্চ থেকে নেমে যান । এরপর বিজেপির উদ্বাস্তু সেলের কনভেনর ডক্টর মোহিত রায় মাইক্রোফোন কেড়ে নিয়ে বলেন চন্দ্রচূড় বাবু মঞ্চে থাকলে ওনারা নেমে যাবেন । মুহূর্তেই বিজেপি এবং হিন্দুমহাসভার কর্মীদের মধ্যে বচসা ও ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায় । এরপর চন্দ্রচূড় গোস্বামী ও হিন্দু মহাসভার কর্মী সমর্থকরা সভাস্থল ছেড়ে চলে যান । যাওয়ার আগে চন্দ্রচূড় বাবু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন মরিচঝাঁপি ঘটনা যখন ঘটেছে তখন বিজেপির জন্মই হয়নি । তবুও সিপিএম এর হার্মাদরা জ্যোতি বসুর নির্দেশে ১৯৭৯ সালের ৩১ সে জানুয়ারী তারিখে পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত নির্যাতিত বুভুক্ষু মেহনতি মানুষদের যেভাবে গণহত্যা করেছে তাকে ধিক্কার জানানোর অধিকার হিন্দুমহাসভা, টিএমসি, বিজেপি, কংগ্রেস সবার রয়েছে । কিন্তু মরিচঝাঁপি গণহত্যা নিয়ে আন্দোলন করার পেটেন্ট তো একা বিজেপি নিয়ে রাখেনি । অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে মঞ্চে না উঠতে পেরে উনি বলেন বিজেপি নেতৃত্বের এই ভীতি এবং অমানবিক গুন্ডা সুলভ আচরণই প্রমাণ করে দেয় তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে এবং হিন্দুমহাসভার উপস্থিতিতে তারা কতটা ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে রয়েছে ।

বাংলায় কেন বন্ধ

১০০ দিনের কাজের টাকা? ব্যাখ্যা দিলেন সুকান্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বারবারই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সুর চড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক নেতা-মন্ত্রী। আগেও সে অভিযোগ খণ্ডন করেছে গেরুয়া শিবির। এবার দিল্লিতে বসে বাংলার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ তুললেন সুকান্ত মজুমদার। ক্যাগ রিপোর্ট উল্লেখ করে আর্থিক দুর্নীতির খতিয়ানও তুলে ধরলেন তিনি।এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়েরের কথাও উল্লেখ করেন বিজেপি নেতা। সুকান্তর দাবি অনুযায়ী, কন্টিজেন্সি ফান্ড থেকেও প্রায় ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা তোলা হয়েছে। তার মধ্যে ১ হাজার ১৬৯ কোটি টাকা স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে খরচ করা হয়েছে। তবে কোনও খরচেরই বিল জমা দেওয়া হয়নি বলেই দাবি বিজেপি রাজ্য সভাপতির। এদিকে, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ধরনায় বসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মালদহের সভা থেকে বঞ্চিতদেরও ওই ধরনায় শামিল হওয়ার আহ্বান জানান। এর আগেও বকেয়ার দাবিতে আম্বেদকর মূর্তিতে ধরনায় বসেন তিনি।কেন্দ্রীয় অনুদানে রাজ্যে যদি কোনও প্রকল্প হয়, তবে সেক্ষেত্রে কাজ শেষ হওয়ার পর সার্টিফিকেট জমা দিতে হয় রাজ্য সরকারকে। সুকান্তর দাবি, বাংলার তরফে কোনও প্রকল্পের সার্টিফিকেট জমা দেওয়া হয়নি। এভাবে প্রায় ২ কোটি টাকারও বেশি দুর্নীতি হয়েছে। আদৌ প্রকল্পের কাজ শেষ হল কিনা, শেষ না হলে ওই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ টাকা কোথায় গেল, তা জানেন না কেউ। গ্রামীণ বিকাশ, নগর উন্নয়ন এবং শিক্ষাদপ্তরে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে বলেই দাবি সুকান্ত মজুমদারের।

নবদ্বীপ হাসপাতাল থেকে

রক্ত পাঠানো হলো শক্তিনগর

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : নবদ্বীপ বাসী সহ আশেপাশের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি এবং রক্তের চাহিদা মেটানোর জন্য নবদ্বীপের বিধায়কের প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছিল নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক। আজকের দিনে নবদ্বীপের ব্লাড ব্যাংক বিভিন্ন হাসপাতালে পৌঁছে দিচ্ছে রক্ত। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালকে ৩৫০ ইউনিট রক্ত পাঠাল নবদ্বীপ ব্লাড ব্যাংক। সোমবার বিকেলে নবদ্বীপ ব্লাড ব্যাংকের পক্ষ থেকে ৩৫০ ইউনিট বা প্যাকেট রক্ত তুলে দেওয়া হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক থেকে আসা দুই প্রতিনিধির হাতে। সারা বছরই রক্তের চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে নবদ্বীপ ব্লাড ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা হয়। শীতের মরশুমে রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা নবদ্বীপ শহর ও ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকেন। বিশেষ করে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তারা সারা বছর ধরে পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের পাশাপাশি ব্লক এলাকাতেও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। পাশাপাশি ফি বছর প্রশাসনের পক্ষ থেকেও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ফলে চাহিদার তুলনায় নবদ্বীপ ব্লাড ব্যাঙ্কে প্রচুর পরিমাণে রক্ত সঞ্চয় হতে থাকে। অপরদিকে নদীয়ার জেলা হাসপাতাল সহ একাধিক হাসপাতালে বিভিন্ন সময় রক্তের সংকট দেখা দেয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে এক ইউনিট রক্তের জন্য জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে রক্ত নিতে রোগীর পরিবার ছুটে আসেন নবদ্বীপ ব্লাড ব্যাংকে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ দেখা গেছে নদীয়ার জেলা হাসপাতাল সহ বেশ যেমন ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি ২৩ তারিখে জঙ্গিপুর হাসপাতালকে ৭০ ইউনিট,ওই বছরেই ১৬ জুলাই রামপুরহাট মেডিকেল কলেজকে ২৫০ ইউনিট,২৯ শে জুলাই ডোমকল হাসপাতালকে ২৪০ ইউনিট এবং ২০২২ সালে ৩ সেপ্টেম্বর রামপুরহাট মেডিকেল কলেজকে ৩০৪ ইউনিট রক্ত পাঠায় নবদ্বীপ ব্লাড ব্যাংক। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। প্রচুর পরিমাণে রক্ত সঞ্চয় হওয়ায় ২০২৪ সালের ২৯ শে জানুয়ারি ৩৫০ বোতল রক্ত নদীয়া জেলার শক্তিনগর জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংককে রক্ত পাঠালো নবদ্বীপ ব্লাড ব্যাংক। এ বিষয়ে নবদ্বীপ ব্লাড সেন্টারের ইনচার্জ ডাক্তার মানবেন্দ্র মণ্ডল বলেন,আমাদের ব্লাড ব্যাংক এ প্রচুর পরিমাণে রক্ত উদ্বৃত হওয়ায় ৩৫০ ইউনিট রক্ত জেলা হাসপাতালের ব্লাড বাংকে পাঠান হল। প্রতি মাসে নবদ্বীপ থেকে প্রচুর রক্তদান শিবির হয় এবং অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে তারা হাসপাতালে এসেই ব্লাড ডোনেশন করে। যার ফলে আমাদের রক্ত উদ্বৃত্ত হয়ে যায় সেই কারণেই আমরা আশেপাশের জেলা সহ নদীয়া জেলাতেও রক্তের সংকট মেটাতে আমাদের ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত পাঠানো হয়ে থাকে।

জলদস্যুদের বিরুদ্ধে আইএনএস সুমিত্রা-র দ্বিতীয় সফল অভিযান - সোমালি জলদস্যুদের কবল থেকে উদ্ধার জাহাজ ও ১৯ জন নাবিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় নৌ জাহাজ সুমিত্রা, এফভি ইমান জাহাজটি অপহরণ করার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। সোমালিয়ার উত্তর উপকূলে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে আরও একটি সফল অভিযান চালিয়েছে সুমিত্রা। সোমালি জলদস্যুদের কবল থেকে উদ্ধার করেছে মাছ ধরার জাহাজ আল নঈমি এবং তার ১৯ জন পাক নাবিককে।

ভারতীয় নৌ বাহিনীর দেশীয় নজরদারি জাহাজ আইএনএস সুমিত্রা, পূর্ব সোমালিয়া ও এডেন উপসাগরে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযান এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল। গত ২৮ জানুয়ারি তারা খবর পায় যে, ইরানের পতাকাবাহী মাছ ধরার জাহাজ এফভি ইমান, জলদস্যুরা দখল করেছে এবং নাবিকদের পণবন্দী করে রেখেছে। খবর পাওয়া মাত্র অভিযান চালিয়ে আইএনএস সুমিত্রা ২৯ জানুয়ারি ভোরের দিকে জাহাজটি দস্যুমুক্ত করে, উদ্ধার করা হয় ১৭ জন ইরানীয় নাবিককে। এরপর এফভি ইমান জাহাজটি আবার তার যাত্রাপথে অগ্রসর হয়। আইএনএস সুমিত্রাকে খুব শীঘ্রই আরেকটি অভিযানে নামতে হয়। এবারও ইরানের পতাকাবাহী আরেকটি মাছ ধরার জাহাজ আল নঈমি-কে জলদস্যুরা অপহরণ করে। ওই একই দিনে, অর্থাৎ ২৯ জানুয়ারি অভিযান চালিয়ে আল নঈমি-কেও জলদস্যুমুক্ত করা হয়। উদ্ধার করা হয় তার ১৯ জন পাক নাবিককে।

৩৬ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে ধারাবাহিক, ক্ষিপ্র ও নিরলস প্রয়াসের মাধ্যমে আইএনএস সুমিত্রা দক্ষিণ আরব সাগরে দুটি জাহাজকে জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত করলো। উদ্ধার করলো ১৭ জন ইরানীয় ও ১৯ জন পাকিস্তানী, মোট ৩৬ জন নাবিককে। জলদস্যুরা এই দুটি জাহাজকে পণ্যবাহী জাহাজের উপর হামলার কাজে ব্যবহার করতো। আইএনএস সুমিত্রা সেই ছকও ভেস্তে দিয়েছে। এই অঞ্চলের সমস্ত সামুদ্রিক হুমকির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সব নাবিক ও জাহাজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার যে অঙ্গীকার ভারতীয় নৌ বাহিনী নিয়েছে, আবারও তা পূর্ণ করা হলো।

১-ম পাতার পর

বাংলায় নয়, রাহুলের গাড়ির কাচ ভেঙেছে বিহারে, নীতীশের দিকে আঙুল তুলে 'নিন্দা' মমতার

ঘটনা ঘটিয়েছে তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি তিনি। অধীরের কথায়, "বুঝে নিন, কারা হামলা চালিয়েছে। আমরা এখানে জানি, অতিথি দেব ভব। কিন্তু বাংলায় রাহুল গান্ধীর যাত্রা ঢোকার পর থেকেই বাধা দেওয়া হচ্ছে।" ঘুরিয়ে তিনি তৃণমূলকে নিশানা করতে চেয়েছেন বলেই মত রাজনৈতিক মহলে। এর পরই গোটা বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১-ম পাতার পর

অগ্নিপথ' নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ কানহাইয়া

করলেন কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের পর্যবেক্ষক কানহাইয়া কুমার।

বুধবার বিহার থেকে দ্বিতীয়বারের জন্য বাংলায় ঢুকেছে রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'। সেখানে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতির গাড়ির কাচ ভাঙে। প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব এনিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেও একটি শব্দও শোনা যায়নি কানহাইয়ার গলাতেও। বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আক্রমণের কেন্দ্রে ছিল মোদি সরকার। প্রাক্তন বাম নেতা তথা অধুনা কংগ্রেস নেতার খোঁচা, "প্রধানমন্ত্রী বোধহয় রাতে স্বপ্ন দেখেন, আর সকালে সেই মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে এতো বড় সিদ্ধান্ত (অগ্নিপথ প্রকল্প) নেওয়ার আগে প্রাক্তন সেনাকর্তা বা কোনও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা পর্যন্ত করেননি। প্রতিরক্ষা কমিটি বা সংসদেও আলোচনা হয়নি।"ভারতীয় সেনায় ৪ বছরের জন্য অগ্নিবীর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। কানহাইয়া কুমারের মতে যা আদতে 'ভাড়াটে সৈনিক' নিয়োগ। রাতারাতি এই প্রকল্প চালুর ফলে প্রায় দেড় লক্ষ ছেলেমেয়ে যাঁরা সেনার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়াও থমকে গিয়েছে। ভবিষ্যতেও তাঁরা আর সেনায় চাকরি পাবেন না, তা কার্যত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। এরই প্রতিবাদে দিল্লির যন্তরমন্তরে প্রতিবাদ করছেন প্রায় দেড় লক্ষ যুবক-যুবতী। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে কানহাইয়ার দাবি, "দেড় লক্ষ ছেলেমেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে ছেলেখেলা করছে কেন্দ্র। শুধু তাই নয় জাতীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব ভাড়াটে সৈনিকদের হাতে তুলে দিয়েছে মোদি সরকার।" এর প্রতিবাদেই এদিন গর্জে উঠলেন কানহাইয়া কুমার।

১-ম পাতার পর

আত্মবিশ্লেষণ করুন,বিরোধীদের বার্তা মোদীর

নেতারা। এর আগেও চিনা আগ্রাসন, কৃষক আন্দোলন, পেগাসাসের মতো একাধিক ইস্যুতে সংসদভবন বারবার উত্তাল হয়েছে। বিরোধীরা ওয়েলে নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এবং প্রায় প্রতি অধিবেশনের আগেই প্রধানমন্ত্রী মোদী বিরোধীদের সংসদে মসৃণ ভাবে কাজ করতে দেওয়ার আহ্বান জানান। তবে চলতি সংসদের এটাই শেষ অধিবেশন হতে চলেছে। এই আবহে বাজেট অধিবেশনে বিরোধীরা কোন ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগবে, সেদিকে নজর রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। তাঁদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত।' এদিকে আজকে নারীশক্তির প্রসঙ্গ টেনে এনে মোদী বলেন, 'রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পথ দেখাবেন আর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বাজেট পেশ করবেন। এখানেই নারী শক্তির কতটা শক্তিশালী, তা দেখা গিয়েছে।' মোদী এরপর আরও বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসছে। তাই অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করা হয়। আমরাও সেই রীতি অনুসরণ করছি। ভোটের পর সরকার গঠন হলে আমরা পূর্ণাঙ্গ বাজেট নিয়ে আসব।' সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল ইন্ডিয়া-র কাছে, তবে চণ্ডীগড়ে জয়ী বিজেপি, কাঁদতে কাঁদতে আদালতে আপ।প্রধানমন্ত্রী আজ বলেন, 'গত দশ বছরে কিছু মানুষ পার্লামেন্ট এমন ভাবে পরিচালনা করেছে যা তাদের উপযুক্ত মনে হয়েছে। কিছু সংসদ সদস্য সংসদের কার্যধারা ব্যাহত করা নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করেছেন। তাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। এই সংসদ সদস্যরা তাদের নির্বাচনী এলাকার লোকদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন... কেউ কেউ এই এমপিদের নামও জানেন না এবং তারা কী করেছিলেন তা মনেও করতে পারেন না। যে সব সাংসদরা সংসদে ঝামেলা বাঁধিয়েছিলেন, তাঁদের কেউ মনে রাখবে না। তাঁরা অভ্যাসবশত গণতান্ত্রিক মূলয়বোধকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। তাঁরা এবার নিজেদের দিকে তাকান । ভাবুন, সাংসদ থাকাকালীন তাঁরা কী করেছেন। যাঁরা ভালো কাজ করেছেন, তাঁদের সবাই মনে রাখবে। কিন্তু যাঁরা কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন, তাঁদের কেউ মনে রাখবে না। এই বাজেট অধিবেশন সেই সব সাংসদদের কাছে অনুশোচনার সুযোগ এনে দিয়েছে। এবার তাঁরা তাঁদের সবচেয়ে ভালোটা করে দেখাক।'

প্রধানমন্ত্রী সংসদে অধিবেশনের প্রাক্কালে সংবাদ মাধ্যমের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদে অধিবেশনের প্রাক্কালে সংবাদ মাধ্যমের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নতুন সংসদ ভবনের প্রথম অধিবেশনের কথা উল্লেখ করে বলেন, ঐ অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। "মহিলা ক্ষমতায়ন আইন পাশ আমাদের জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের সূচনা করেছে। ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপনের সময় দেশের নারী শক্তির ক্ষমতা, শৌর্য এবং একনিষ্ঠ মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর অভিভাষণ এবং অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমনের বাজেট পেশের মাধ্যমে নারী শক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। শ্রী মোদী গত এক দশকে সংসদের প্রতিটি সদস্যের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তবে, যাঁরা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের থেকে দূরে সরে রয়েছেন এবং অধিবেশনের কাজে বিঘ্ন ঘটান, তাঁদের আত্মসমালোচনার পরামর্শ দেন তিনি। "সমালোচনা এবং বিরোধিতা করা গণতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ"। যাঁরা সংসদে গঠনমূলক বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থাপনার মাধ্যমে একে সমৃদ্ধ করেন, তাঁদের সমাজের বেশিরভাগ মানুষই মনে রাখেন। যাঁরা শুধুমাত্র বিঘ্ন ঘটাতে এখানে আসেন, তাঁদের কেউ মনে রাখেন না"। প্রধানমন্ত্রী সংসদীয় বিভিন্ন বিতর্কের প্রভাবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, "এখানে যে কথাগুলি বলা হয়, তার প্রতিটি শব্দ ইতিহাস রচনা করে"। সদস্যদের ইতিবাচক ভূমিকার দিকটি তুলে ধরে তিনি বলেন, ইতিবাচক প্রভাব যাতে বিস্তার করা যায়, তার জন্য বিভিন্ন সুযোগ প্রত্যেক সম্মানিত সদস্যের কাজে লাগানো উচিৎ। জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। "আসুন, আমরা আমাদের সেরাটা জনসাধারণকে দিই, সংসদকে আমাদের বিভিন্ন ধারণা উপস্থাপনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করি এবং দেশকে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরপুর করে তুলি"। আগামী বাজেট প্রসঙ্গে শ্রী মোদী বলেন, "সাধারণত, নির্বাচনের আগে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হয় না, আমরা এই পরম্পরা বজায় রাখবো এবং পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হবে নতুন সরকার গঠনের পর। আগামীকাল দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলাজি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সহ তাঁর বাজেট পেশ করবেন"। পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "জনসাধারণের আশীর্বাদে ভারতের সর্বাঙ্গীন ও সর্বাত্মক উন্নয়ন যাত্রা অব্যাহত থাকবে"।

১-ম পাতার পর

পিকনিক স্পট নয়, অহিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করল হাইকোর্ট!

অন্যান্য ধর্মের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রীতি তখনই বিরাজ করবে যখন বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা একে অপরের বিশ্বাস এবং অনুভূতিকে সম্মান করবে।শুধু তাই নয়, প্রথা ও রীতি অনুযায়ী মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশও দিয়েছে আদালত।

মাদ্রাজ হাইকোর্ট আরও জানিয়েছে, পালানি মন্দিরের প্রবেশ গেটে এই ধরনের বোর্ড লাগানো উচিত, যাতে লেখা থাকে যে এই মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কেউ মন্দিরে প্রবেশ করতে চাইলে তাকে মন্দিরের নির্ধারিত ড্রেস কোড এবং সনাতনী হওয়ার যথার্থ প্রমাণ দেখাতে হবে। এইদিন এই পিটিশনের শুনানির সময় বিচারপতি এস স্মৃতি বলেন, মন্দির পর্যটন কেন্দ্র বা পিকনিক স্পট নয়। যদি কেউ কেবল মন্দির ভবন দেখতে চান তবে তিনি মন্দিরের প্রবেশদ্বার থেকে এটি দেখতে পারেন। অথবা এইসব মানুষদের প্রবেশাধিকার পতাকা স্তম্ভ অর্থাত 'কোদিমরণ' পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য মাদ্রাজ হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন পালানি হিল মন্দির ভক্ত সংস্থার আহবায়ক ডি সেন্থিলকুমার। এই দাবির পেছনে যুক্তি দেখাতে গিয়ে একাধিক তথ্য জমা করেছিলেন তিনি। যাতে বলা হয়েছিল, অহিন্দুরা মন্দিরে নানা অপকর্ম করে থাকে। যেমন, কিছুদিন আগেই তাঞ্জাভুরের বৃহদেশ্বর মন্দিরে মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ মাংস খেয়েছিল। অন্যদিকে হাম্পির বিখ্যাত মন্দিরে মাংস খেতে গিয়ে ধরা পড়ে একদল। শুধু তাই নয়, উত্তরপ্রদেশের একটি মন্দিরে এক মুসলিম যুবক নামাজ পড়তে শুরু করেন, পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়।এই পিটিশনে আরও একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন সেন্থিলকুমার। তিনি জানান, বোরখা পরা কিছু মহিলা এবং মুসলিম যুবকরা পালানি মন্দিরে টিকিট কাটছিলেন। মন্দির কর্তৃপক্ষ তাদের টিকিট দিতে অস্বীকার করলে তারা বলেন, এই মন্দির একটি পর্যটন স্থান এবং সেখানে যে কেউ সেখানে যেতে পারেন। এইসব কারণেই ডি সেন্থিলকুমার জানিয়েছেন দেশের মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা উচিত। তার মতে, কেবল পাহাড়ি মন্দির কমপ্লেক্স এবং মন্দিরগুলিতে শুধুমাত্র হিন্দুদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত।

অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ

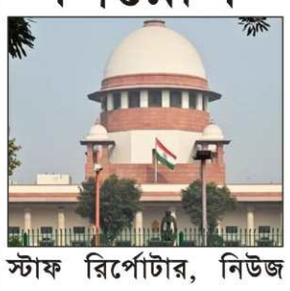

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি দেশের হাইকোর্টগুলিতে বেশ কয়েকজন বিচারপতি / অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ করেছেন। বিচারপতি শ্রীমতী অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীমতী রাই চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীমতী শম্পা দত্ত (পাল) এবং বিচারপতি শ্রী রাজা বসু চৌধুরীকে কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি পদে নিয়োগ করা হয়েছে। বিচারপতি শ্রীমতী লপিতা ব্যানার্জিকে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে। বিচারপতি শ্রী শুভেন্দু সামন্তের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ১৮.০৫.২০২৪ থেকে আরও এক বছরের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, বিচারপতি শ্রীমতী শোভা আন্নাম্মা ইয়াপেনকে কেরালা হাইকোর্ট এবং বিচারপতি শ্রী প্রদীপ কুমার শ্রীবাস্তবকে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি পদে নিযুক্ত করা হয়েছে।

২ পাতার পর

ইডিকে পালটা চাপ, অভিযোগ দায়ের হেমন্তের

দায়ের হয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, গত ২৯ অক্টোবর হেমন্তের দিল্লির বাসভবনে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি।প্রসঙ্গত, কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই হেমন্ত সোরেনকে জেরা করতে পৌঁছল ইডির দল। বুধবার দুপুর একটা নাগাদ ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন সিআরপিএফের বিশাল বাহিনী। দুপুর তিনটে নাগাদ শুরু হয় জেরা। তার খানিকক্ষণের মধ্যেই এফআইআর দায়ের হয় ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে।সেই ঘটনার প্রেক্ষিতেই এফআইআর দায়ের করেছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, ইডির সমন পেয়েই দিল্লিতে গিয়েছিলেন হেমন্ত। তার পরেই তাঁর দিল্লির বাসভবনে তল্লাশি চালায় ইডি। কিন্তু সেই সময়ে বাড়িতে ছিলেন না হেমন্ত। তাঁর বিশেষ নিরাপত্তারক্ষী অজয় সিংও বেপাত্তা ছিলেন। ফোনেও যোগাযোগ করা যায়নি তাঁদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ওই বাড়িতে থাকা হেমন্তের বিএমডব্লিউটি বাজেয়াপ্ত করে ইডি। বেশ কিছু নথিপত্রও সেখান থেকে নিয়ে যান ইডি আধিকারিকরা।

সেই তল্লাশির ভিত্তিতেই রাঁচি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন হেমন্ত। জানা গিয়েছে কপিল রাজ, দেবব্রত ঝা, অনুপম কুমার, আমন প্যাটেল-সহ বেশ কয়েকজন ইডি আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দিল্লিতে তাঁর বাসভবনে তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। তার ফলে হেমন্ত সোরেন ও তাঁর সম্প্রদায়ের সকলের বদনাম হয়েছে। উল্লেখ্য, হেমন্ত নিজে এসটি সম্প্রদায়ভুক্ত।

কেড়ে নেওয়া হয়েছিল আদিবাসীদের জমি,

শেখ শাহজাহান 'অন্তরালে' যেতেই প্রতিবাদে আদিবাসীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আদিবাসীদের জমি কেড়েছিল দু'বছর আগেই। এখন শেখ শাহজাহান পলাতক। শেখ শাহজাহানের ডান হাত জেলা পরিষদ সদস্য উত্তম সরদার, শিবু হাজরা, সন্দেশখালি ব্লক ২-র এই দাপুটে নেতা, দিনের পর দিন শেখ শাহজাহানের হয়ে আদিবাসীদের বিঘের পর বিঘে সম্পত্তি কেড়েছিল। তারপর সেখানে মেছোভেড়ি তৈরি হয়।এদিকে ঘটনার পরের দিনই প্রকাশ্যে এসেছিল শেখ শাহজাহানের অডিওবার্তা, যেখানে অন্তরাল থেকে তৃণমূল নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা বলেছিলেন তিনি। সন্দেশখালিতে তৃণমূলের সংহতি-যাত্রায় ভিড়ের রসায়নে, শেখ শাহজাহানের অডিওবার্তা যে অনুঘটকের কাজ করেছে, সেকথা জানিয়েছেন খোদ তৃণমূল বিধায়কই। তা হলে প্রশ্ন হল, কোথায় রয়েছেন সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ? কেন তাঁকে খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ?নিরাপদ সর্দারের কথায়, 'ওপারটা চুনোখালি, এপারটা হচ্ছে গাববেড়িয়া। এরকম একটা লোকেশনে ছিল। ওই মনোরঞ্জন মাইতি, তাঁর বাড়িতেই ছিল। তারপর ও ওখান থেকে লোকেশন চেঞ্জ করেছে। এপারটা হচ্ছে জিয়েখালি ফরেস্ট। বড় নদী রায়মঙ্গল। যে কোনও সময় ওপারে চলে গেলে খুঁজে পাওয়া এই মুহূর্তে কঠিন হবে। সুযোগ আছে যাওয়ার। গাববেড়িয়ার যে সমস্ত লোকেশনে ছিল, ওই এলাকায় যদি ও থাকে, যে কোনও সময় এদিক থেকে চাপ তৈরি হলে, পাশে একটা বোট বা অন্য কোনও ভাবে রায়মঙ্গল পেরিয়ে ঝিঙেখালির ওপর দিয়ে বাংলাদেশে চলে যেতে পারে।'বঞ্চিত হয় এলাকার আদিবাসীরা। খাস সরকারি জমিতে মাছ ধরে, চাষ করে তাদের জীবন জীবিকা চলত।

শাহজাহান উধাও হতেই নড়ে চড়ে বসেছে আদিবাসীরা। এতদিন যারা ভয় পেয়ে মুখে ক্লুপ এটে ছিল তারা। জমির দখল মুক্ত করার লক্ষ্যে, এখন তারাই বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। আজ উত্তম সরদারের নেতৃত্বে মেছোভেড়িতে সেচের কাজ শুরু করেছিল। জমিতে জল সেচের কাজ শুরু করতেই এলাকার আদিবাসীরা ছুটে আসে বন্ধ করে দেয় সেচের পাম্প সেট। শাহাজাহান অন্তরালে থাকায়, সাহস জুগিয়েছে আদিবাসীদের মনে। আদিবাসীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, রুখে দেয় জল সেচের কাজ। তাঁরা দাবি তোলে, অবিলম্বে আমাদের জমি ফেরত দিতে হবে, নইলে তারা রুখে দাঁড়াবে।রেশন দুর্নীতি মামলায় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিল ইডি।হামলার শিকার হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও সংবাদমাধ্যম। এখনও শেখ শাহজাহানের হদিশ পায়নি পুলিশ।বেপাত্তা শেখ শাহজাহান, হামলার পর ফের সন্দেশখালি অপারেশনে নেমেছিল ইডি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর শতাধিক জওয়ান নিয়ে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে ইডি। চাবিওয়ালা এনে তালা ভেঙে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ঢোকুছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। সূত্র মারফত খবর এসেছিল, প্রায় সাড়ে ৪ ঘণ্টা তল্লাশির পরেও বিশেষ কিছু পায়নি ইডি।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০৩১ সংখ্যা ০১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ১৭ মাঘ, ১৪৩০

দোটানায় মুর্শিদাবাদের বামেরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'র কর্মসূচি নিয়ে জেলায় জল্পনা তুঙ্গে। বুধবার রাহুলদের মালদহে প্রবেশ করার কথা। সেখান থেকে ১ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে তাঁদের আসার কথা। জেলা সফরকালে কংগ্রেসের পাশে থাকতে চায় বামেরা। সেই মতো জেলায় 'ন্যায় যাত্রা'র কর্মসূচির বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সোমবার সকালে জেলা কংগ্রেস মুখপাত্র জয়ন্ত দাসকে ফোনও করেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক তথা জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক জামির মোল্লা।এ বিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, 'শিলিগুড়িতে সিপিএম নেতারা গিয়েছিলেন। বহরমপুরেও তাঁরা চাইলে থাকতে পারেন।'

তৃণমূল অবশ্য পাল্টা আক্রমণ করতে ছাড়েনি। কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, 'বামেরা যেচে নেমন্তন্ন নিচ্ছে। ওই দলটার কিছুই যে আর অবশিষ্ট নেই এর থেকে ভাল উদাহরণ আর কী বা হতে পারে?'তবে, পদযাত্রার দেড় দিন আগেও তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারল না সিপিএম। রাজ্য স্তরের নেতাদের প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও, জেলা স্তরে সিপিএম নেতাদের আলাদা করে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ।মঙ্গলবার জামির বাম যুব সংগঠনের ইনসাফ যাত্রার সঙ্গে রাহুলের 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'র তুলনা করেন। তিনি বলেন, 'এই কর্মসূচি আমাদের ইনসাফ যাত্রার তুল্য। কংগ্রেসের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। সমস্ত গণতান্ত্রিক দলের উচিত রাজ্য ও কেন্দ্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের কোনও বিরোধিতা নেই বরং নৈতিক সমর্থন আছে। কংগ্রেস যদি আমাদের আমন্ত্রণ জানায় তা হলে আমরা অবশ্যই সেখানে থাকব।' যদিও, শিলিগুড়িতে স্থানীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে বাম নেতৃত্বকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বলে দাবি জামিরের। তাঁর সংযোজন, 'আমাদের দলের শৃঙ্খলা অনুযায়ী রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ এলে অবশ্যই আমরা কংগ্রেসের পদযাত্রায় অংশ নেব।' মুর্শিদাবাদে দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমেরও 'ন্যায় যাত্রা'য় পা মেলানোর কথা।

সম্পাদকীয়

রাজনীতিবিদদের গায়ের চামড়া মোটা হওয়া দরকার

রাজনীতিবিদদের গায়ের চামড়া মোটা হওয়া দরকার', এক মামলার শুনানির সময় এই মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতে গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের একটি মামলার শুনানি ছিল।২০২০ সালে টুইটারে (বর্তমানে এক্স) কিছু মন্তব্য করেছিলেন গর্গ। সেই মন্তব্যের জেরে অসমের মানুষজনের ভাবাবেগে আঘাত লেগেছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল।ঘটনার সময়ে অসমের ততকালীন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের মন্তব্যের কথাও তুলে ধরেন গর্গের আইনজীবী সিদ্ধার্থ আগরওয়াল। আদালতে জানান, সেই সময় এক অফিশিয়াল বিবৃতি জারি করে গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তারপরই গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁর মক্কেলকে।

এরপর ওই মন্তব্যের জেরে অসমবাসীর ভাবাবেগে আঘাত লাগার কারণে গত ২০২০ সালের ১৯ অগস্ট জনসমক্ষে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিলেন গর্গ। সেকথাও জানান তাঁর আইনজীবী। তখন সুপ্রিম কোর্ট জানতে চায়, তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছিল কি না। উত্তরে আগরওয়াল বলেন, জামিন দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ও অসমে দায়ের হওয়া এফআইআরগুলির জন্য গ্রেফতারি থেকে সুরক্ষাও দিয়েছে আদালত, সেকথাও জানান তিনি। বক্তব্য শোনার পর সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ বিষয়টি চূড়ান্ত শুনানির জন্য ধার্য্য করেছেন।ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের একাধিক জায়গায় গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছিল সেই সময়। সংবাদসংস্থা পিটিআই-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই এফআইআরগুলির জন্য যাতে তাঁকে গ্রেফতার না করা হয়, সেই সংক্রান্ত আর্জি নিয়ে মামলার শুনানি চলছিল সুপ্রিম কোর্টে।

শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বি আর গগৈ ও বিচারপতি সঞ্জয় কারোলের বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি ছিল মঙ্গলবার। সেখানেই বিচারপতি গগৈ মন্তব্য করেন, 'রাজনীতিবিদদের গায়ের চামড়া মোটা হওয়া দরকার।' এরপর বিচারপতির আরও সংযোজন, 'আজকাল বিভিন্ন সাক্ষাতকারে এবং চিঠিতে যেসব কথা বলা হচ্ছে, তাতে বিচারকদেরও সতর্ক থাকা দরকার। আমরা যদি তাঁদের সবার মন্তব্য শুনতে শুরু করে দিই, তাহলে আমরা কাজ করতে পারব না।' উল্লেখ্য, গতকাল সুপ্রিম কোর্টে গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের হয়ে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান আইনজীবী সিদ্ধার্থ আগরওয়াল এবং আইনজীবী আশুতোষ দুবে। তাঁরা আদালতে জানান, ২০২০ সালে টুইটারে কিছু মন্তব্য করেছিলেন গর্গ। সেই মন্তব্যের জেরে অসমে ও পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু এফআইআর করা হয়েছিল। ওই এফআইআরগুলি একত্রিত করা দরকার এবং পরবর্তী তদন্তের জন্য অপর কোনও রাজ্যে সেগুলি স্থানান্তর করা দরকার।

ঘটনার সময়ে অসমের ততকালীন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের মন্তব্যের কথাও তুলে ধরেন গর্গের আইনজীবী সিদ্ধার্থ আগরওয়াল। আদালতে জানান, সেই সময় এক অফিশিয়াল বিবৃতি জারি করে গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তারপরই গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁর মক্কেলকে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

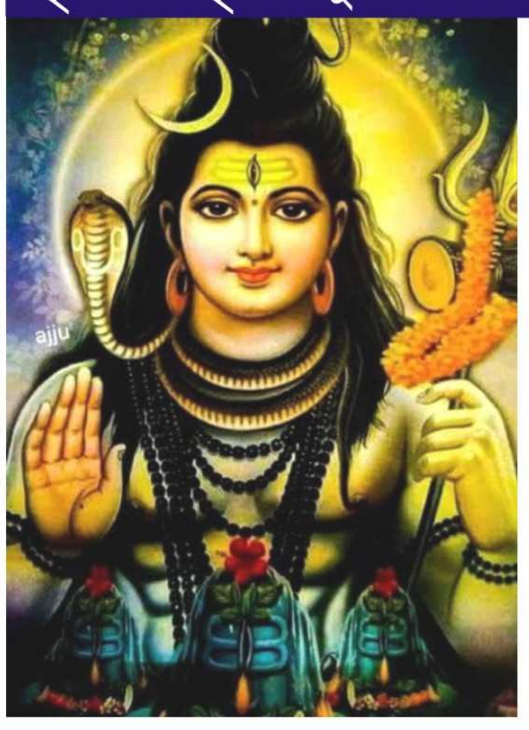

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দীঘ নিকায় গ্রন্থে লেখা আছে বেনহু বা বিষ্ণু ও ঈশান বুদ্ধকে দেখতে এসেছেন। মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে এসে উমা, বিনায়ক, আয়াপ্পান ও স্কন্দ সহ নানা গ্রামদেবতার মত শিব দেবলোকে প্রতিষ্ঠা পেলেন। এই ইতিহাস আদি অনাদিকাল ধরে বয়ে চলেছে,হিন্দু শাস্ত্র মতে সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের দেবতা হলেন মহাদেব। এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড ও মানুষ সৃষ্টির মূল কারিগর হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। তবে ইতিহাস আজো আমাদের অজানা। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

দিব্য প্রকৃতিতে উঠাবার এবং ধর্ম সংস্থাপন ও অধর্মের বিনাশের জন্য ঈশ্বরের পক্ষ থেকে অবতারগণ আগমন করে থাকেন।

পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসের সহাবস্থান:

হিন্দু ধর্মে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গির সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু ধর্ম বলতে কোন একটি বিশেষ ধরনের ধর্ম সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাকে বুঝায় না; বরং এ ধর্মে বিভিন্ন মনীষী ও মাহপুরুষদের দ্বারা প্রাপ্ত ধর্ম সম্বন্ধীয় বিভিন্ন অভিজ্ঞতার একত্র সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। কাজেই এই ধর্মে পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। এ ধর্ম পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসের সহাবস্থান সম্বলিত বৈচিত্র্যময় ধর্ম। এমন বিচিত্র ব্যাপার প্রচলিত ধর্মসমূহের আর কোনটিতেও দেখা যায় না।

জরা জীবন থেকে মুক্তি লাভে বিশ্বাস:

হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস হল,
(ক) কর্মের মাধ্যমে এবং
(খ) জ্ঞানের মাধ্যমে জাগতিক জরা জীবন থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

এ ধর্মের নীতি হল, নিষ্কাম সাধনা, অর্থাৎ কর্তব্যের খাতিরে মরে যাও, তবুও ফলের আশা করো না। এ ধর্ম বলে, কর্মের মাধ্যমে যে মুক্তি লাভ করা যায় তা হল স্বর্গলাভ।

(গ) এতে আরো মনে করা হয়, ঈশ্বরের করুণার মাধ্যমেও মুক্তি লাভ করা যায়।

পুনর্জন্ম মতবাদে বিশ্বাস:

হিন্দু ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পুনর্জন্মে বিশ্বাস। পুনর্জন্মের অর্থ হলো জীবের মৃত্যুর পর আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে পুনঃপুনঃ পৃথিবীতে আগমন করবে। গীতায় বলা হয়েছে,ওমানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে অন্য নতুন দেহ গ্রহণ করবে। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস হল পুনর্জন্মবাদ যা অদ্বৈতবাদের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। প্রাচীন বৈদিক যুগে এর অস্তিত্ব ছিল না।তখন পর্যন্ত হিন্দুদের ভিতর এই জড়-পার্থিব জীবন সম্পর্কে আশাবাদী দৃষ্টিকোণ ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পর তারা চিরকাল চালু থাকবে। তাদের ধারনা ছিল এমন যে, মৃত্যুর পর তারা পূণ্য কাজের জন্য স্বর্গে প্রবেশ করবে আর মৃত্যুর পর তারা নরকে প্রবেশ করবে যদি তারা ভাল কাজ সম্পন্ন না করে যায়।কিন্তু কিছুদিন পরেই তারা তাদের এই ধ্যান-ধারনাকে বিসর্জন দিয়ে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠে। এই পুনর্জন্মে তাকে কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। আর এই ধারা অনন্তকাল পর্যন্ত বিরাজমান থাকবে। এই ধ্যান-ধারনা হিন্দুদের হীনবল ও নিম্নমুখী করে তুলে।তার উপর এক হতাশাব্যঞ্জক ঔদাসীন্য মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে।উপরুন্ত এই বিশ্বাস থেকেই অদৃষ্টবাদের রপগ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ মানুষের ভাগ্য তার পুনর্জন্মবাদের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। শত চেষ্টা করলেও তা পরিবর্তন করতে পারবে না। মানুষ তার কৃতকর্মের দরুন নিম্ন জীব-জানোয়ারের রুপে জন্মগ্রহণ করতে পারে।

অদ্বৈতবাদ :

হিন্দুধর্মে আরাধ্যের আধিক্য তার অদ্বৈতবাদের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। অদ্বৈতবাদ হল সকল দেব-দেবী ও সকল প্রাকৃতিক শক্তি যেমনঃ বায়ু, পানি, নদী, ভূমিকম্প,মহামারী ইত্যাদি এক একক প্রাণশক্তির বিভিন্নরুপ আছে।

কর্মবাদে বিশ্বাস:

কর্মবাদ অনুসারে মানুষকে অবশ্যই তার নিজ কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। যেমন-সৎকর্মের ফল পুণ্য বা সুখ এবং অসৎ কর্মের ফল পাপ ও দুঃখ।

অধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস:

হিন্দু ধর্ম আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী।

ঈশ্বরের প্রতি বিভিন্নধর্মী বিশ্বাস:

ঈশ্বরের আকার প্রসঙ্গে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই ধর্ম বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করে। হিন্দুদের বড় তিনজন দেবতা হল ব্রহ্মা,বিষ্ণু ও শিব। এদের আওতাধীন রয়েছে আবার অসংখ্য দেব-দেবী। তাদের বিশ্বাস হল এই যে, ব্রহ্মা হল বিশ্বজগতের স্রষ্টা,বিষ্ণু পালনকর্তা এবং শিব সংহারকর্তা। হিন্দুগণ বিশ্বাস করে যে, বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পর থেকে ব্রহ্মার সাথে সৃষ্টির কোন সম্পর্ক নেই।তাই তারা শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা করে থাকে। তারা বিশ্বাস করে তারা একাধিক কেউ নয় বরং তারা সকলে একই সত্ত্বার অধীনভূক্ত।তারা এভাবে করে একেশ্বরবাদের বিশ্বাসী।কিন্তু কেউ শিবের প্রতি আবার কেউ বিষ্ণুর প্রতি অতি গুরুত্বারোপ করে থাকে। এভাবে করে তাদের ভিতর নানা সম্প্রদায় তথা বৈষ্ণব,ব্রাহ্মণ,শৈব্য,শাত্য ও গানপতা সম্প্রদায় লক্ষ্য করা যায়।

বেদে অকুণ্ঠ বিশ্বাস:

এ ধর্মের অনুসারীরা ঐশ্বীগ্রন্থরূপে বেদের অস্তিত্ব এবং কর্তৃত্বে বিশ্বাস করে।তাছাড়া বর্তমানে হিন্দু ধর্ম তার পুরাণ তথা প্রাচীন শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল। এগুলো হল প্রাচীন ধর্মলিপি। এগুলোতে বিশ্ব সৃষ্টির অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

ভিন্ন ধারার একেশ্বরবাদ:

হিন্দু ধর্মে অসংখ্য দেবদেবীর অস্তিত্ব থকলেও মূলত একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম। এ ধর্ম এক পরম আধ্যাত্মিক সত্তায় বিশ্বাসী। এ ধর্ম মনে করে যে, পরম ঈশ্বর বহু ঈশ্বরের মাঝে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। কাজেই হিন্দু ধর্ম প্রচলিত সকল ধর্মে বিশ্বাসের বাইরে এক বিশেষ ধরনের একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী।

বর্ণশ্রমে বিশ্বাস:

এ ধর্মে বর্ণাশ্রমের ওপর বিশ্বাস রাখতে বলা হয়। যা হল ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র।হিন্দুরা বিশ্বাস করে থাকে যে, ব্রাহ্মণরা স্রষ্টার মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়রা স্রষ্টার বাহু থেকে, বৈশ্যরা উরু থেকে, শুদ্ররা স্রষ্টার পা থেকে সৃষ্টি। এখানে ব্রাহ্মণদের কাজ হল ধর্মীয় দায়-দায়িত্ব বহন করবে, ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ পরিচালনা ও দেশ পরিচালনার কাজে নিয়োজিত থাকবে, বৈশ্যগণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি কার্য সম্পাদন করবে এবং শুদ্রগণ উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সম্প্রদায়ের সেবা-শুশ্রুষা করবে।

জীবনের স্তরবিন্যাস:

হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করে, মানুষের জীবনের স্তর চারটি। যেমন-ক. ব্রহ্মচর্য: এ স্তর জন্ম থেকে ২৫ বছরকাল পর্যন্ত। এ স্তরে মানুষ লেখাপড়া ও জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত থাকবে।

খ. গার্হস্থ্য: এ স্তর ২৫ থেকে ৫০ পর্যন্ত স্থায়ী। এ সময়ে সংসার ধর্ম পালন করবে।

গ. বানপ্রস্থ: এ স্তর ৫০ থেকে ৭৫ বছর পর্যন্ত। এই সময়ে মানুষ তৃতীয় আশ্রম তথা নির্জনবাসে ঈশ্বরের ধ্যানমগ্ন থাকবে।

ঘ. সন্ন্যাস: এ স্তর ৭৫ বছর থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত। এ সময়ে মানুষ সংসার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে ঈশ্বর লাভে জপ-তপ করবে।

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ কারো মতে, হিন্দু ধর্মের ক্রমবিকাশ সূচনা হয় বৈদিক যুগ থেকেই। বেদের যুগ ছিল খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ সালে। আবার কোন কোন গবেষক মনে করেন খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দু'হাজার বছর আগে, মধ্য এশিয়া থেকে আসা আর্য জাতিগোষ্ঠী ভারতবর্ষে এসে যে ধর্মাচারণের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল, তারই এক পরিবর্তিত রূপ আজকের হিন্দুধর্ম। খ্রীস্টপূর্ব ৫৫০০-২৬০০ অব্দের দিকে যখন কিনা হাপ্পান যুগ ছিল ঠিক সেই সময়ই এ ধর্মের গোড়ার দিক। অনেকের মতে খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০-৫০০ অব্দ। কিন্তু ইতিহাস বিশ্লেষকদের মতে আর্য বা অৎুধহ জাতিগোষ্ঠি ইউরোপের মধ্য দিয়ে ইরান হয়ে ভারতে প্রবেশ করে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০-২৫০০ অব্দের মধ্যে, তারাই ভারতে বেদ চর্চা করতে থাকে এবং তারা সমগ্র ভারতে তা ছড়িয়ে দেয়। সেই সূত্রে আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ- হিন্দু ধর্মের প্রধান আকর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়।আর্যগণ প্রথমে উত্তর ভারতে সিন্ধুতে অবস্থান শুরু করে। এরপর তারা উত্তর প্রদেশে বসতি গড়ে তুলে।এখান থেকে উত্তর ভারতে হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে।এই সময় এই ধর্ম আর্য্যবর্ত নামে পরিচিতি ছিল।কালক্রমে তারা বিন্ধা পর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতের দিকে আসতে থাকে এবং হিন্দু ধর্মের প্রসার ঘটতে থাকে। আর্য জাতিগোষ্ঠিরা অনেক নিয়ম কানুন মেনে চলত। তারা চারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল এরা হলঃ ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র। এই সম্প্রদায়গুলো তৈরি করার অন্যতম কারণ হল কাজ ভাগ করে নেওয়া অর্থাৎ এক এক সম্প্রদায় এর লোক এক এক ধরনের কাজ করবে। ।এই ধর্মের যেহেতু কোন সুনির্দিষ্ট উদ্ভাবক নেই তাই এই ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রকৃত দিন তারিখ নির্ণয় করা একটি দুরুহ কাজ। তাই কেদারনাথ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

অভিনেত্রী শ্রীলা মজুমদার মারা গেছেন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী শ্রীলা মজুমদার মারা গেছেন। ৬৫ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী গত ৩ বছর ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন।

শনিবার রাতেই কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে শ্রীলা মজুমদারের।

গত বছর নভেম্বর মাসে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় শ্রীলার। শেষ তাকে কৌশিক গাঙ্গুলী পরিচালিত 'পালান' সিনেমায় দেখা গেছে। ১৯৮০ সালে মৃণাল সেনের 'পরশুরাম' ছবির মাধ্যমে অভিনয় জগতে হাতেখড়ি শ্রীলার। তখন শ্রীলার বয়স ১৬ বছর। তার পর 'এক দিন প্রতি দিন', 'আকালের সন্ধানে', 'খারিজ'-এর মতো উল্লেখযোগ্য ছবিতে অভিনয় করেছেন শ্রীলা। শাবানা আজমি, স্মিতা পাতিল, নাসিউরুদ্দিন শাহের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে পর্দা ভাগ করে নিয়েছেন তিনি।

শ্যাম বেনেগালের পরিচালনায় তিনি কাজ করেছেন 'আরহণ', 'মান্ডির' মতো সিনেমায়।

সম্পর্কে জড়িয়েছেন জিজি হাদিদ ও ব্র্যাডলি কুপার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রেমের গুঞ্জনের মধ্যেই এবার লন্ডনের রাস্তায় হাত ধরে ঘুরলেন আমেরিকান সুপার মডেল জিজি হাদিদ ও হলিউড তারকা ব্র্যাডলি কুপার। বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন চলছে তারা একে অপরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন।

সম্প্রতি তাদের দু'জনকে একসঙ্গে ডিনার করতে দেখা গেলে মিডিয়ায় তাদের নিয়ে গুঞ্জন চাউর হয়। এবার লন্ডনের রাস্তায় হাত ধরে দু'জন একসঙ্গে হাঁটলেন।

এর আগে, এই জুটিকে গত বছরের অক্টোবরে প্রথম একসঙ্গে দেখা গেছে। এরপর একাধিকবার একসঙ্গে ক্যামেরায় ধরা পড়েছেন তারা। পেজ সিক্সের প্রতিবেদন অনুসারে, হাদিদ ও কুপার উভয়ের পাশাপাশি তাদের পরিবারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছেন। ইতিমধ্যে কুপারের মা গ্লোরিয়া ক্যাম্পানোর সঙ্গে একাধিকবার দেখা করেছেন হাদিদ।

এর আগে, এই জুটির এক ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাত দিয়ে 'ইউএস উইকলি' তাদের প্রতিবেদনে জানায়, হাদিদ অভিনেতা কুপারের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে খুশি।

জিজি কুপারের প্রশংসা করে জানিয়েছেন যে কুপার তার ডেট করা অন্যান্য পুরুষের থেকে আলাদা। তিনি সত্যিই পরিপক্ব এবং জিজির সঙ্গে সর্বোচ্চ সম্মানজনক আচরণ করেন।

ডিপফেকের শিকার টেইলর, হোয়াইট হাউজের উদ্বেগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এবার ডিপফেকের শিকার হলেন মার্কিন পপ তারকা ও অভিনেত্রী টেইলর সুইফট। সম্প্রতি সামাজিকমাধ্যম এক্সে (টুইটার) গায়িকার যে ডিপফেক ছবি ছড়িয়ে পড়েছে, তা ইতোমধ্যে দেখেছে কয়েক মিলিয়ন মানুষ। আর এ কারণে খুবই বিরক্ত সুইফট। তিনি এর নির্মাতাদের নরকের অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি খুবই বিব্রত ও বিরক্ত এসব নিয়ে। এগুলো যারা করে তারা নরকে যাক।'

এঘটনায় বিরক্ত সুইফট ভক্তরাও। তারা খুঁজে বের করেছেন এমন এক নেটাগরিককে, যিনি টেইলরের ডিপফেক ছবি সামাজিকমাধ্যমে প্রথমবার শেয়ার করেছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন গায়িকার অনুরাগীরা। তবে, পিছু হটতে রাজি নন সেই অভিযুক্তও। তিনি একটি টুইট করে জানিয়েছেন, তিনি নাকি 'জোকার'র মতো। তার না আছে কোনো নাম, না আছে কোনো ঠিকানা। অভিযুক্তের আরও দাবি, সুইফটিরা যতই নিজেদের ক্ষমতাশালী হোন না কেন, তারা নাকি কোনোভাবেই তার নাগাল পাবেন না।

এদিকে, টেইলর সুইফটের সঙ্গে এ ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে হোয়াইট হাউজ। ডিপফেকের বিষয়ে সতর্ক করে একটি লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারিন জিন-পিয়েরে। তিনি বলেন, বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক। আমাদের পক্ষ থেকে যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সেটাই করা হবে।

'শিষ্যকে' বেধড়ক মারধর! সমালোচনার মুখে যা বললেন রাহাত ফতেহ আলী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানের গায়ক ওস্তাদ রাহাত ফতেহ আলি খান এক ব্যক্তিকে নির্মমভাবে মারধর করছেন- এরকম একটি ছোট ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। পাকিস্তানি সাংবাদিক গোলাম আব্বাসি শাহ তার এক্সে (টুইটার) ভিডিওটি পোস্ট করেছেন। আর ভিডিওর ক্যাপশনে লিখেছেন, 'বিখ্যাত গায়ক রাহাত ফতেহ আলী তার গৃহকর্মীকে মারধর করছেন।'

ভিডিওটি নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ায় সমালোচনার মুখে পড়েন বরেণ্য গায়ক রাহাত ফতেহ আলী খান। এমন পরিস্থিতিতে নতুন একটি ভিডিও দিয়ে সাফাই গেয়েছেন এই গায়ক। এ ভিডিওতে তিনি বলেন, 'এটি ওস্তাদ ও শিষ্যর ব্যক্তিগত বিষয়। সে আমার ছেলের মতো। আমাদের মাঝে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক। সে যদি ভালো কিছু করে, তবে আমি তাকে উজার করে ভালোবাসা দিই, আর ভুল করলে তাকে শাস্তি দিই।'

এ ভিডিওতে মারধরের শিকার ওই ব্যক্তিও ছিলেন। রাহাত ফতেহ আলীর পক্ষ নিয়ে বলেন, 'তিনি আমার বাবার মতো। তিনি আমাদের অনেক ভালোবাসেন। যারা এই ভিডিও ছড়িয়েছেন, তারা আমার ওস্তাদের মানহানি করার চেষ্টা করছেন।'

সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার টিপস দিয়ে ট্রোলের মুখে যশ-নুসরাত

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : নিখিল জৈনকে ছেড়ে যশের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে টলিউডে রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছিলেন নুসরাত জাহান। তারপর যশের সন্তানের মা হওয়ার পর বিতর্ক উঠেছিল তুঙ্গে। এখনও তারা সম্পর্কে রয়েছেন- একসঙ্গে অভিনয় করছেন, খুলেছেন প্রযোজনা সংস্থাও। তবুও আলোচনা পিছু ছাড়ছে না নুসরাত-যশের প্রেম কাণ্ড!

সম্প্রতি নুসরাত-যশের প্রযোজনা সংস্থার তৈরি ও সেন্টিমেন্টাল্ছ ছবির প্রচারে এসে সম্পর্ক নিয়ে কথা বলায় নেটপাড়ায় ট্রোলড হলেন। নেটিজেনরা স্পষ্ট বলছেন, যারা নিজেরা দু'টো বিয়ে করেন, তারা সম্পর্ক নিয়ে টিপস দিচ্ছেন! সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ছড়িয়েছে, যেখানে এক সাক্ষাৎকারে যশ বলছেন, 'যেমন আমরা রোজ জিমে গিয়ে শরীরকে ফিট রাখি, সেইরকমই সম্পর্ককে হেলদি রাখতে সময় দেওয়া উচিত।' যশের মুখের কথা নিয়ে নুসরাত বলেন, 'যাই হয়ে যাক। বিশ্বাস ভঙ্গ করা উচিত নয়।' সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার এ পরামর্শ ভালোভাবে নেয়নি নেটিজেনরা। বরং সমালোচনার মুখে পড়েছেন যশ-নুসরাত। এ নিয়ে রীতিমতো ট্রোলের মুখে পড়েছেন এই 'সেন্টিমেন্টাল' জুটি।

ফের ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের ইঙ্গিত দিলেন অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বচ্চন পরিবারে ফাটল ধরেছে। গত কয়েক মাস ধরে বলিউডের আনাচেকানাচে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে এমনই গুঞ্জন। সবারই ধারণা ভাঙছে ঐশ্বরিয়া রাই ও অভিষেক বচ্চনের সাজানো সংসার। বিবাহ বিচ্ছেদ হতে যাচ্ছে দু'জনের। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত মন্তব্য করেননি পরিবারের কেউই।

প্রকাশ্যে কথাও বলেননি কেউ। তবে মাঝে নানা ঘটনা বলে দিয়েছিল কিছু একটা হতে যাচ্ছে এই দম্পদির মাঝে। শুধু তা-ই নয়, মাঝে শোনা গিয়েছিল শ্বশুর অমিতাভ বচ্চনও বৌমাকে আনফলো করেছেন তাঁর ইনস্টাগ্রাম থেকে। মেয়েকে নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও উঠে এসেছে পত্রিকায়।

তবে এত ঘটনার পরেও বচ্চন পরিবারের সবাইকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। কখনও 'আর্চিজ'-এর প্রিমিয়ারে, তো কখনও আবার আরাধ্যা বচ্চনের স্কুলের অনুষ্ঠানে। এমনকি স্বামী অভিষেকের কাবাডি টিমের হয়ে গলা ফাটাতে দেখা গিয়েছে ঐশ্বরিয়াকে। ক্যামেরার সামনে যতই স্বাভাবিক থাকুক সব কিছু, বিচ্ছেদের জল্পনা যেন জিইয়ে রেখেছেন জুনিয়র বচ্চন।

গত বছরের এপ্রিল মাসে নিজেদের ১৬তম বিবাহবার্ষিকী পালন করেছেন অভিষেক ও ঐশ্বরিয়া। কিন্তু তারপর থেকেই নাকি তাদের সংসারে ভাঙনের আঁচ। তবে সেই কানাঘুষো বলিপাড়ায় ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও নাকি নির্বিকার ঐশ্বরিয়া। এর মাঝেই ব্যর্থতা নিয়ে পোস্ট অভিষেকের। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'ব্যর্থতার ভয় কখনও কখনও স্বপ্ন নষ্ট করে দেয়। কিন্তু সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিলে স্বপ্ন সত্যি হয়।'

অভিষেকের এই পোস্টের পর থেকেই বলি পাড়ায় ফিসফাস, অভিনেতা হয়তো ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে আদৌ সত্যিটা কী! জানে কেবল বচ্চন পরিবার। তবে ঘটনা যাই হোক, ভক্তদের এই ভাঙন কোনোভাবেই চাওয়া নয়। তারা চাইছেন যেকোনো মূল্য যেনো একসঙ্গে থাকেন অভিষেক ঐশ্বরিয়া।

ভিনি-চুয়ামেনির গোলে রিয়ালের দুর্দান্ত জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লা লিগার ম্যাচে লাস পালমাসকে তাদের ঘরের মাঠ গ্রান কানারিয়ায় ২-১ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে গিয়েছিল স্বাগতিকরাই। তবে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল। এরপর শেষদিকে জয় নিশ্চিত করা গোল করেন ফরাসি মিডফিল্ডার ওরেলিয়াঁ চুয়ামেনি।

২১ ম্যাচে ১৭ জয়ে রিয়ালের সংগ্রহ এখন ৫৪ পয়েন্ট। অন্যদিকে সমান ম্যাচে ৫২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে জিরোনা। ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে বার্সেলোনা। প্রথমার্ধে একপ্রকার গোল মিসের মহড়া চালানোর পর দ্বিতীয়ার্ধে রিয়াল আক্রমণাত্মক ফুটবলে দ্রুত গোল আদায় করে নেবে, এমনটাই হয়তো আশা ছিল সমর্থকদের। কিন্তু ঘটে ঠিক উল্টোটা। ৫৩তম মিনিটে স্রোতের বিপরীতে গোল আদায় করে নেয় লাস পালমাস। সান্দ্রো রামিরেজ ডান দিক থেকে কাউন্টার অ্যাটাকে বল নিয়ে বক্সের দিকে নিচু ক্রস দেন। যা থেকে গোল আদায় করেন হাভিয়ের মুনোজ। তবে এগিয়ে থাকার স্বস্তি দীর্ঘায়িত হয়নি স্বাগতিকদের। কারণ বহু চেষ্টার পর ৬৫তম মিনিটে লক্ষ্যের খোঁজ পান ভিনিসিয়ুস। এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার পাসে ৮ ম্যাচে এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড নিজের নবম গোল আদায় করেন। সমতার পর স্বাভাবিকভাবেই রিয়ালের খেলায় গতি ফিরে আসে। মুহুর্মুহু আক্রমণশানায় তারা।

কিন্তু কাঙ্ক্ষিত জয়সূচক গোলের দেখা পেতে তাদের অপেক্ষায় থাকতে হয় ৮৪তম মিনিট পর্যন্ত, যখন জার্মান মিডফিল্ডার টনি ক্রুসের সেট-পিসে মাথা ছুঁইয়ে বল জালে পাঠান বদলি হিসেবে নামা চুয়ামেনি। বাকি সময় আর কোনো বিপদ হতে দেয়নি রিয়াল।

বেনজেমার রিয়ালে ফেরার গুঞ্জনে
যা বললেন আনচেলত্তি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একটু একটু করে স্প্যানিশ ফুটবলে গুঞ্জন ডানা মেলতে শুরু করেছে সৌদি আরব থেকে করিম বেনজেমাকে রিয়াল মাদ্রিদে ফেরাতে চান কার্লো আনচেলত্তি। এজন্য ক্লাব সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেসের সঙ্গে নাকি আলোচনাও করেছেন রিয়াল মাদ্রিদ কোচ। তবে চাউর হওয়া এই খবর 'মিথ্যা' বলে উড়িয়ে দিলেন আনচেলত্তি।

সাফল্যে মোড়ানো ১৪টি বছর কাটিয়ে গত গ্রীষ্মে সান্তিয়াগো বের্নাবেউ ছেড়ে সৌদি প্রো লিগের চ্যাম্পিয়ন আল ইত্তিহাদে যোগ দেন বেনজেমা। মরুদেশে নতুন চ্যালেঞ্জে গিয়ে এখনও ঠিকঠাক থিতু হতে পারেননি বেনজেমা। কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছে, ফরাসি ফরোয়ার্ড ফিরতে চান ইউরোপের ফুটবলের চেনা আঙিনায়।

এর ভিত্তিতেই গণমাধ্যমে খবর আসে, সাবেক শিষ্যকে ফেরাতে চান রিয়াল কোচ। সম্প্রতি এ বিষয়ে নিয়ে ওঠা প্রশ্নে আনচেলত্তি এক বাক্যে উড়িয়ে দিলেন সব গুঞ্জন। তিনি জানান, "এটা একটা মিথ্যা। ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাথে আমরা এ বিষয়ে কথাই বলিনি।"

ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো সৌদি আরবের দল আল নাস্রের যোগ দেওয়ার পর নেইমার, বেনজেমা, জর্ডান হেন্ডারসনসহ আরও অনেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে পাড়ি জমান। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল লিভারপুল ছেড়ে আল-ইত্তিফাকে যোগ দেওয়া হেন্ডারসন অবশ্য ছয় মাসও টিকতে পারেননি সৌদি আরবে। কদিন আগে তিনি যোগ দেন নেদারল্যান্ডসের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব আয়াক্স আমস্টারডামে।

সৌদি আরবের আবহাওয়া, সংস্কৃতিসহ নানা কারণে ইউরোপ থেকে যাওয়া ফুটবলারদের অনেকে সেখানে ঠিকঠাক মানিয়ে নিতে পারছেন না, অনেকে ভালো নেই বলে সম্প্রতি অনেক খবরই চাউর হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় গুঞ্জন বেনজেমাকে নিয়েও।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের
মুকুট ধরে রাখলেন সাবালেঙ্কা

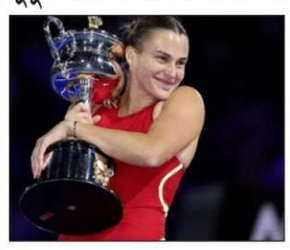

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গতবারের মতো এবারও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হলেন বেলারুশ কন্যা আরিনা সাবালেঙ্কা। নারী এককের ফাইনালে ৭৬ মিনিটের লড়াইয়ে চীনের জেং কিনওয়েনকে ৬-৩, ৬-২ গেমে উড়িয়ে দিয়ে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় গ্র্যান্ডস্ল্যাম জিতে নেন তিনি।

আসরের শুরু থেকেই দাপুটে ফর্ম ধরে রাখেন সাবালেঙ্কা। প্রথম রাউন্ড থেকে ফাইনাল- কোনো সেট না হেরেই এই পথ পাড়ি দেন তিনি। ২০০০ সালের পর কোনো সেট না হেরে এনিয়ে পাঁচজন খেলোয়াড় গ্র্যান্ডস্ল্যাম জিতলেন। তাতেই বোঝা যায়, আসরজুড়ে প্রতিপক্ষের ওপর কতটা চড়াও ছিলেন বেলারুশ কন্যা। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে শেষবার ব্যাক টু ব্যাক চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন আজারেঙ্কা। ২০১২ ও ২০১৩ সালে শিরোপা জেতেন তিনি। ১১ বছর পর এই কীর্তিতে নাম লেখালেন তারই স্বদেশি সাবালেঙ্কা।

অন্যদিকে জেং ছিলেন তার প্রথম গ্র্যান্ডস্ল্যামের অপেক্ষায়। ১০ বছর আগে এখানেই শিরোপা জেতেন তার স্বদেশি খেলোয়াড় লি না। কিন্তু সাবালেঙ্কার দাপটের কাছে টিকতেই পারলেন না জেং।

৩ বছরের চুক্তি শেষ ৬ মাসে,
সৌদি ছেড়ে ইউরোপিয়ান ক্লাবে হেন্ডারসন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নানা আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তুলে গত জুলাইয়ে লিভারপুল ছেড়ে সৌদি প্রো লিগের দল আল-ইত্তেফাকে যোগ দিয়েছিলেন ইংলিশ মিডফিল্ডার জর্ডান হেন্ডারসন। চুক্তি ছিল ৩ বছরের। তবে ৬ মাস না যেতেই পারস্পরিক সমঝোতায় আল-ইত্তিফাক ছাড়লেন ৩৩ বছর বয়সী এই তারকা।

বেশ কয়েকদিন ধরেই গুঞ্জন ছিল, ক্লাব ছাড়তে যাচ্ছেন হেন্ডারসন। অবশেষে এল সেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। সৌদি ছেড়ে নেদারল্যান্ডসের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব আয়াক্স আমস্টারডামে যোগ দিয়েছেন হেন্ডারসন। আয়াক্স তাদের দেওয়া বিবৃতিতে হেন্ডারসনের যোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছে। ক্লাব পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ বলেননি হেন্ডারসন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, 'খুবই দুঃখ নিয়ে জানাচ্ছি যে, এই মুহূর্ত থেকে আল-ইত্তিফাক ছেড়ে যাচ্ছি আমি। সিদ্ধান্তটি মোটেই সহজ ছিল না। তবে আমি মনে করি, এটি নিজের জন্য ও আমার পরিবারের জন্য সেরা পদক্ষেপ।

আল-ইত্তিফাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হেন্ডারসন আরও লিখেন, 'গত ৬ মাসে আমার পাশে থাকার জন্য ক্লাব ও সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। প্রথম দিন থেকেই এখানে ভালোবাসার মাত্রা অনুভব করেছি। আমি তাদের খেলা দেখব ও সাফল্য প্রত্যাশা করে যাব। ভবিষ্যতের জন্য রইল শুভ কামনা।

হেন্ডারসনের সৌদিতে খেলতে আসা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরেই এলজিবিটি সম্প্রদায়ের সমর্থনে সরব ছিলেন হেন্ডারসন। কিন্তু সৌদিতে সমকামিতা নিষিদ্ধ। তাই তাকে দুয়ো পর্যন্ত দিয়েছিল ইংলিশ সমর্থকরা। আল-ইত্তিফাকে যোগ দিয়ে হেন্ডারসন কোচ হিসেবে পেয়েছিলেন লিভারপুল ও ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ফুটবলার স্টিভেন জেরার্ড। তবে এখানে একদমই সুবিধা করতে পারেননি তিনি। ১৭ ম্যাচ খেললেও পাননি কোনো গোলের দেখা।

ব্যর্থতার জেরে
বার্সার দায়িত্ব ছাড়ছেন জাভি

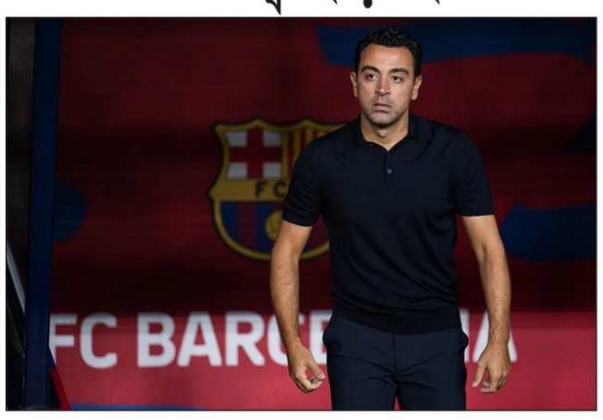

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কঠিন সময় পার করছে বার্সা। এবার তারা হেরে গেছে ভিয়ারিয়ালের কাছে। সেই হারটাও বেশ লজ্জার। ৮ গোলের ম্যাচে বার্সা হজম করেছে ৫ গোল। বার্সার ৩ গোলের মধ্যে একটি আবার উপহার দিয়েছে ভিয়ারিয়াল!

শনিবার রাতে ৫-৩ ব্যবধানে শিষ্যদের হারের পর জাভি হার্নান্দেজ কাতালান কোচের দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। চলতি মৌসুম শেষ হলেই বার্সেলোনা ছাড়বেন জাভি। ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষের ম্যাচ দিয়ে সর্বশেষ পাঁচ লড়াইয়ে তৃতীয় পরাজয় দেখল গতবারের লা লিগা চ্যাম্পিয়নরা।

এদিন নির্ধারিত সময়ে ৩-৩ ব্যবধানে সমতা থাকলেও, যোগ করা সময়ে আরও দুই গোল খেয়ে বার্সা নিজেদের টানা দ্বিতীয় হার নিশ্চিত করে। ফলে টেবিল টপার রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে তাদের পয়েন্ট ব্যবধান বাড়ল ১০এ। ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে বার্সা তিনে রয়েছে। ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। তাদের চেয়ে ২ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে চলতি মৌসুমের বড় চমক জিরোনা।

শিরোপা থেকে দূরত্ব আরও বেড়ে যাওয়ার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন বার্সেলোনার কোচ জাভি, 'আগামি ৩০ জুনের পর আমি আর বার্সেলোনার কোচ থাকছি না। ক্লাবের ভালোর জন্য এই সিদ্ধান্ত। কেউ আমাকে বলেছিল, বার্সার স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন হতে। এটা অসম্ভব। বার্সায় এটা কখনো হবে না। আমরা এমন জায়গায় আছি, যেখান থেকে ফেরা সম্ভব নয়। আমি মনে করি এটাই ক্লাব ছাড়ার সময়, যা নিয়ে আজ বোর্ডের সঙ্গেও কথা বলেছি।'

তবে হুট করেই এই সিদ্ধান্ত নেননি জাভি। ক্লাবের জন্য সমস্যার কারণ হতে চান না তিনি, 'একদিন আগে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন সেটা প্রকাশ্যে জানানোর সময়। আমি মনে করি খেলোয়াড়দেরও নিজেদের খুব মুক্ত ভাবতে দেওয়া উচিৎ। আমি ক্লাবের সমস্যার কারণ হতে চাই না। এই মুহূর্তে তাই আমার একটাই চিন্তা ক্লাব ছেড়ে দেওয়াই সবচেয়ে ভালো সমাধান হতে পারে। জুনে আমি দায়িত্ব ছাড়ছি।'

রোনালদোর চোখে
এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফেবারিট তিন ক্লাব

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যান সিটি ও বায়ার্ন মিউনিখ, এই তিন ক্লাবকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফেবারিট বলে মনে করেন সৌদি আরবের আল-নাসর ও পর্তুগিজ জাতীয় দলের স্ট্রাইকার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।

ইউরোপিয়ান কাপের বর্তমান বিজয়ী ম্যানচেস্টার সিটি। তারা মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন দল নির্ধারণী ম্যাচে ইন্টারকে হারিয়েছিল।

ইতালীয় ক্রীড়া সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো রোনালদোকে উদ্ধৃত করে বলেন, ম্যানচেস্টার সিটির সামনে আবারও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার ভালো সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও ফেবারিটে রয়েছে ম্যান সিটি, রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন [মিউনিখ]।

এর আগে জানা গিয়েছিল ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে সংযোগের কারণে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলবেন না জিরোনা।

নিজের ক্যারিয়ারে পাঁচটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জিতেছেন রোনালদো। রিয়াল মাদ্রিদের সদস্য হিসেবে চারটি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড খেলোয়াড় হিসেবে একটি।

৮ গোলের ম্যাচে বার্সার লজ্জার হার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কঠিন সময় পার করছে বার্সা। এবার তারা হেরে গেল ভিয়ারিয়ালের কাছে। সেই হারটাও বেশ লজ্জার। যদিও ম্যাচের একটা পর্যায়ে এগিয়েই গিয়েছিল তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৮ গোলের ম্যাচে বার্সা হজম করেছে ৫ গোল। বার্সার ৩ গোলের মধ্যে একটি আবার উপহার দিয়েছে ভিয়ারিয়াল!

প্রতিপক্ষের ঘরের মাঠ এস্তাদিয়ো অলিম্পিক লুইস কোম্পানিসে লা লিগার ম্যাচে ৩-৫ গোলে হেরেছে জাভি হার্নেন্দেসের শিষ্যরা।

স্বাগতিকদের মাঠে ২২তম মিনিটেই গোল হজম করেছিল বার্সা। তবে ভিএআর দেখে গোলটি বাতিল করা হয়। কারণ বিল্ড-আপে ফাউলের শিকার হয়েছিলেন বার্সার কুন্দে। প্রথমার্ধে বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করে বার্সা। স্রোতের বিপরীতে গোলও হজম করে বসে তারা। ৪১তম মিনিটে জেরার্দ মোরেনোর গোলে এগিয়ে যায় ভিয়ারিয়াল। বিরতির পর ৩টি পরিবর্তন আনেন বার্সা কোচ জাভি। কিন্তু ফল হয় উল্টো। ৫৪তম মিনিটে দ্বিতীয় গোল হজম করে বার্সা। তবে মিনিট ছয়েক পরেই একটি গোল শোধ করেন বার্সার জার্মান মিডফিল্ডার ইলকাই গুন্দোয়ান। এরপর ৬৮তম মিনিটে সমতা ফেরানো গোল করেন আরেক মিডফিল্ডার পেদ্রি। ৭১তম মিনিটে ভিয়ারিয়াল রক্ষণের ভুলে পিছিয়ে পড়েছিল। বাঁদিক থেকে গুন্দোয়ান বাঁকানো ফ্রি কিকে বল রোনালদ আরাউহোকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তাকে ব্লক করেন ভিয়ারিয়ালের ডিফেন্ডার মান্দি। কিন্তু বল গিয়ে লাগে আরেক ডিফেন্ডার এরিক বেইলির বুকে এবং গোলরক্ষক ইয়ুর্গেনসেনকে ফাঁকি দিয়ে জালে জড়িয়ে যায়।

তবে শেষদিকে বার্সা ওপর ঝড় বইয়ে দেয় ভিয়ারিয়াল। ৮৪তম মিনিটে পর্তুগিজ স্ট্রাইকার গনসালো গুইদেসের গোলে এগিয়ে যায় ভিয়ারিয়াল। যোগ করা সময়ে আরও দুই গোল হজম করে তারা। এর একটি যোগ করা সময়ের নবম ও আরেকটি আসে দ্বাদশ মিনিটে। ফলে পুরো ম্যাচে বল দখল, পাসিং ও শট নেওয়ায় এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও হার নিয়ে মাঠ ছাড়ে বার্সা।

প্যারিস অলিম্পিকে
খেলতে চান মেসি-ডি মারিয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আসন্ন প্যারিস অলিম্পিকে খেলার ইচ্ছা পোষণ করেছেন আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসি ও অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া।

২০২৪ অলিম্পিকের ফুটবলে অংশ নেবে ১৬টি দল। যার মধ্যে দুটি দল থাকবে লাতিন আমেরিকা অঞ্চল থেকে। সেই দুই দলের মধ্যে আর্জেন্টিনা থাকলে দলের সঙ্গী হতে চান এই দুজন।

আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম ডিরেকটিভি স্পোর্টস জানিয়েছে, প্যারিস অলিম্পিকে খেলতে চান আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। মেসির সঙ্গে অলিম্পিকে খেলার ইচ্ছা অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ারও।

মেসি ক্যারিয়ারের অষ্টম ব্যালন ডি'অর জিতেছেন কদিন আগেই। ফিফা দ্য বেস্টের পুরস্কারও জিতলেন তিনি। সবমিলিয়ে সময়টা বেশ ভালোই যাচ্ছে লিওনেল মেসির। বয়সভিত্তিক ফুটবলে যুব বিশ্বকাপ জেতার পর আর্জেন্টিনার হয়ে মেসি ও ডি মারিয়ার প্রথম বড় অর্জন ছিল ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকে সোনা জয়। ক্যারিয়ারের অন্তিম সময়ে এসে দুজনই আবার অলিম্পিকে খেলার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন।

এর মধ্যে ডি মারিয়া জুন-জুলাইয়ে কোপা আমেরিকা খেলেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। অলিম্পিক দলে ডাক পেলে প্যারিসেই ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন বেইজিং অলিম্পিক ফাইনালের গোলদাতা এই আর্জেন্টাইন উইঙ্গার।

আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম ডিরেকটিভি স্পোর্টস জানিয়েছে, মার্চের মাঝামাঝি সময় চীন সফরে যাবে আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনা যদি অলিম্পিকে খেলা নিশ্চিত করে, তাহলে একই সময়ে সেখানে অনূর্ধ্ব-২৩ ও অনূর্ধ্ব-২০ দলকেও পাঠানো হবে। যাতে করে তাদের সঙ্গে মেসি-ডি মারিয়াদের বোঝাপড়া ভালোভাবে গড়ে ওঠে।

উল্লেখ্য, প্যারিস অলিম্পিকে ছেলেদের ফুটবল ইভেন্ট শুরু হবে ২৪ জুলাই, শেষ হবে ১০ আগস্ট। এর আগে ১৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রে শেষ হবে কোপা আমেরিকা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR